জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম শাখা হতে "ইউডিসির মাধ্যমে অনলাইনে খতিয়ান প্রদান ":

ছক

ক্রঃ নং	ইনোভেশন/ উদ্যোগের নাম	ইনোভেশন/ উদ্যোগের বিবরণ	ইনোভেশন/উদ্যোগে বাস্তবায়নের ফলাফল	উদ্ভাবকের নাম, পদবি ও দাপ্তরিক ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫
০১।	**"ইউডিসির মাধ্যমে অনলাইনে খতিয়ান প্রদান "**	**"ইউডিসির মাধ্যমে অনলাইনে খতিয়ান প্রদান"** শিরোনামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম শাখা হতে অনলাইনে খতিয়ান সরবরাহ চালুকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বর্তমান পদ্ধতিতে খতিয়ান পেতে অনেক সময় লাগে। সম্প্রতি রেকর্ডরুম হতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে খতিয়ান দেয়ার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬টি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে জেলার সকল ইডনিয়ন পরিষদ থেকে এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। **"ইউডিসির মাধ্যমে অনলাইনে একটি খতিয়ান সরবরাহ পেতে খরচ হয় :** (১) পর্চার কোর্ট ফি খরচ ২২/–টাকা (২) ইউডিসি'র খরচ ৫০/–টাকা (৩) অনলাইন ব্যাংক খরচ ৫/–টাকা (৪) পর্চা প্রেরণের জন্য ডাক টিকেট খরচ ১৪/–টাকা (৫) আনুসাংগিক খরচ ৯/–টাকা সর্বমোট খরচ ১০০/– (একশত) টাকা। **জনসাধারণ কোথায় এবং কিভাবে খতিয়ান পেতে আবেদন করবেন :** জনসাধারণ তাঁর নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে উপরোল্লিখিত ফি জমা দিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর উদ্যেক্তার মাধ্যমে জেলা ওয়েব পোর্টালে আবেদন করবেন। ওয়েব পোর্টাল থেকে আবেদনটি রেকর্ডরুমে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খতিয়ান রেকর্ডরুম হতে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। খতিয়ানের যাবতীয় লেনদেন অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়।	**আইডিয়া বাস্তবায়নের** আগে সময় লাগত ১/৩ মাস এবং যাতায়াত করতে হত ৭/৮ বার আর এতে ৭০০/৮০০ টাকা খরচ হত। কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিত খতিয়ান পেত না। **বাস্তবায়নের পরে** সময় লাগে ৩ দিন এবং যাতায়াত করতে হয় না নিকটবর্তী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে সেবা পায়, আর এতে মাত্র ১০০ টাকা খরচ হয়। আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার সময় কমেছে এবং জেলা অফিসে অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসতে হয় না নিকটবর্তী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে তাদের কাঙ্খিত সেবা পান। এতে ৬০০/৭০০ টাকা খরচ কমেছে। এ পদ্ধতিতে খতিয়ান পেতে TCV অর্জন হয়েছে। এতেকরে জনসাধারণের সময় এবং খরচ কমে গেছে।	জনাব শোয়াইব আহমাদ, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ। **মোবাইলঃ** ০১৭৩৪৫২০৫৮১, **ই-মেইল**: shoaibahmad36@gmail.com

প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত

স্থানীয় সরকার বিভাগ, নওগাঁ ইনোভেশন: (১) নিজ উদ্যোগে গ্রাম আদালত গঠন ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত " প্রশেস্নাত্তরে গ্রাম আদালত " পুস্তিকা প্রকাশ ও অ্যান্ড্রোয়েড পস্নাটফরমে গ্রাম আদালতঁ" নামে অ্যাপস তৈরী।

উদ্ভাবনকারীর নাম, পদবি ও যোগাযোগের ঠিকানা: মোহাঃ আব্দুর রফিক, পদবি: উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, নওগাঁ। অফিস: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ। ফোন-০৭৪১-৬২৫৩৮ মোবাইল-০১৭১১-০৬৬৪৪৬ ই-মেইল-ddlgnaogaon@gmail.com.

ইনোভেশনের বিবরণ ঃ

জনাব মোহাঃ আব্দুর রফিক,উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ রচিত "প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত" বইটি গ্রাম আদালত নিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে একমাত্র বই। এটিই একমাত্র বই যাতে গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালাকে সহজ করে সকল শ্রেণির মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। আইনের ভাষা সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট ভাষায় রচিত। যে কারণে সাধারণ শিড়্গিত মানুষের পড়্গে বইটি আত্মস্থ করা কঠিন । তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় বিড়্গিপ্তভাবে বলা থাকায় স্বল্প শিড়্গিত মানুষ তা বুঝতে ব্যবহার করতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে, গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদে পরিচালিত হয় এবং স্বল্প শিড়্গিত জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য দ্বারস্থ হন। এ সকল সাধারণ মানুষের সহজে বোঝা ও ব্যবহারের জন্য উপযোগী একটি বই খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। শিশুরা যে রূপ প্রশ্নে ও উত্তরের মাধ্যমে শিখতে চায়। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্র আইন ও বিধিমালাকে উপস্থাপন করা হয়েছে যা একটি অনন্য উদ্যোগ এবং অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি । গ্রাম আদালত কার্যকর হোক প্রতিটি ব্যক্তিই তা চায়। কিন্তু তা কীভাবে কার্যকর হবে এবং কার্যকর করার পথে বাধাসমূহ কী কী তা খুঁজে বের করা এবং তা সমাধানের উদ্যোগ খুব কম কর্মকর্তাই করেছেন। উক্ত কর্মকর্তা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, গ্রাম আদালত কার্যকর করার পথে আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার ও জনগণের ধারণা অস্পষ্ট। এর কারণ (১) আইন ও বিধিমালা যে সমন্বিতরূপে অনুধাবনের অড়্গমতা (২) আদালত পরিচালনার ধাপসমূহ সহজভাবে ও সমন্বিতরূপে উপস্থাপিত না থাকা এবং (৩) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার অনুযায়ী দন্ডবিধির অনুবাদের অভাব। প্রস্তাবিত কর্মকর্তা উক্ত সমস্যাসমূহ দূর করতে " প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত " পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং তা মোবাইল ও ট্যাবে ব্যবহার উপযোগী করে অহফৎড়রফ চষধঃভড়ৎস (এৎধস ধফধষধঃ নামে) টঢ়ষড়ধফ করেছেন। এখানে কর্মকর্তা গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালার সহজ অনুধাবন, আদালত পরিচালনার ধাপসমূহের সহজ উপস্থাপন এবং দন্ডবিধির সঠিক অনুধাবন এবং এসব বিষয়সমূহকে সহজ প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কর্মকর্তার উদ্দেশ্য হল গ্রামের সাধারণ স্বল্প শিড়্গিত মানুষ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ যাতে আইন ও বিধিমালাকে সহজে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা । একই সঙ্গে দ-বিধির সংশিস্নষ্ট ধারাসমূহে প্রদত্ত শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার সম্পর্কে যাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থাকরণ। আদালত যাতে আদালত পরিচালনায় আইন নির্দেশিত আবশ্যিক ধাপসমূহে কোন ভুল না করেন সেটি নিশ্চিত করতেও তিনি তার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন। উক্ত কর্মকর্তা এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও কাজ করেছেন যা সাধারনতঃ অন্যরা করেন না। সকল মানুষ-ই বলে থাকেন যে, গ্রাম আদালত কার্যকর করা দরকার । কিন্তু গ্রাম আদালতে কি সমস্যা রয়েছে, কেন তা আস্থা পায়না, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব কেন আইনী পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না বা আদৌ অনুসরণ করছেন কি না এ বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কাজ করেন নি। মনোনীত কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন কাজ করেছেন যা অন্যরা করেন না। তিনি এমনভাবে করেছেন যা পূর্বে করা হয়নি। তিনি ডিজিটাল ও এনালগ উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। তার এ উদ্যোগ অনন্য । এছাড়া বর্ণিত উদ্যোগের ন্যায় আরো অনেক উদ্যোগ এ জেলায় চালু আছে। পূর্বতন সকল কর্মস্থলে তার এরূপ কাজের স্বাড়্গর আছে। ইনোভেশন কার্যক্রম শুরম্নর পূর্বের অবস্থা : জনগণ গ্রাম আদালতের ড়্গমতা ও এখতিয়ার এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন না। না জানার কারণে তার ছোট খাট অপরাধের বিষয়ে জেলা সদরে ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতেন। উক্ত মামলা নিস্পত্তি হতে অভিযোগকারীর অতিরিক্ত খরচ হতো এবং সময় অপচয় হতো। যে সময় ও অর্থ দিয়ে অভিযোগকারী তার পারিবারিক উন্নয়নে সহযোগিতা পেতে পারেন।

ইনোভেশন কার্যক্রম শুরম্নর পর অবস্থা ঃ জনগণ গ্রাম আদালতের ড়্গামতা ও এখতিয়ার এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং সহজেই আইনের সকল ধাপ সম্পর্কে জানতে পারছেন। এ জেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিড়্গণকালে ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবদেরকে উক্ত বইয়ে উলিস্নখিত আইনের ধারা প্রয়োগের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক নওগাঁ জেলার ইউপি চেয়ারম্যানগণ উক্ত বইয়ের আলোকে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা প্রয়োগে করে অনেক পুরাতন মামলাসহ হালে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা খুব সহজে এবং দ্রম্নতগতিতে নিস্পত্তি করছেন। এ কারণে নওগাঁ জেলায় গ্রাম আদালতে মামলা নিস্পত্তির হার পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মামলা নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় নওগাঁ জেলার গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশংসিত হয়েছে। ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটি প্রণীত হওয়ার ফলে এ জেলায় গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলা দ্রম্নত গতিতে নিস্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। শুধু নওগাঁ জেলা-ই নয় ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটি ইতোমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে এবং নওগাঁ জেলার মত অন্যান্য জেলাতেও ইউপি চেয়ারম্যানগণ এ বইটি অনুসরণ করে দ্রম্নত মামলা নিস্পত্তিতে সড়্গম হচ্ছেন মর্মে জানা গেছে। ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটির লেখক জনাব মোহাঃ আব্দুর রফিক,উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ গ্রাম আদালত বিষয়ে উক্ত বই রচনা ও প্রকাশনার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত একটি অ্যান্ড্রোয়েড পস্নাটফরমে গ্রাম আদালতঁ'' নামে একটি অ্যাপস তৈরী করে google Play Stor- এ আপলোড করেছেন। মড়ড়মষব চষধু ঝঃড়ৎ হতে ইতোমধ্যে ৩০০০ এর অধিক ব্যক্তি অ্যাপসটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন।

উপসংহার ঃ ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' বই-এ বর্ণিত আইন ও পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রয়োগ করা হলে এবং গ্রাম আদালত আইন বাস্ত্মবায়নের উদ্যোগ সফল হলে ফৌজদারী আদালতে মামলার সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাবে, আদালতে জনসাধারণের হয়রানী লাঘব হবে, আর্থিক ড়্গতি থেকে অভিযোগকারীগণ লাভবান হবেন এবং বর্তমানের তুলনায় অভিযোগ থেকে প্রতিকার পেতে সময়ও অনেক কম লাগবে।

লাইব্রেরি আধুনিকীকরণ

১) **মানব সম্পদ উন্নয়নে লাইব্রেরি আধুনিকীকরণঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরণের ১৫০০ টির অধিক বই রয়েছে। পূর্বে বইগুলো সাজিয়ে রাখার মত কোন আলমিরা বা বুকসেলফ ছিল না। বর্তমানে লাইব্রেরিতে প্রত্যেকটি বই সুসজ্জিতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরণের ম্যাগাজিনসহ প্রশাসন ক্যাডারের বিভিন্ন লেখকের লেখা বই আলাদা আলমিরাতে রাখা হয়েছে। এজন্য লাইব্রেরিয়ান খুব সহজেই বইগুলো চাওয়া মাত্র বের করতে পারছেন। এ ছাড়াও ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স টেবিল এবং ৪২ ইঞ্চি টেলভিশন স্থাপন করা হয়েছে যা বিভিন্ন প্রশিক্ষণকালে প্রেজেন্টেশন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। লাইব্রেরিটি বর্তমানে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টানেট কানেকশন রয়েছে।

২) **সুবিধাঃ** বর্তমানে লাইব্রেরি আধুনিকীকরণের ফলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উন্নত পরিবেশে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ট্রেনিং এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আরও বেশী সমৃদ্ধ হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় সকল আইন, বিধি বা সর্কুলারের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ লাইব্রেরিতে গমন করেন। ফলে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩) **অসুবিধাঃ** লাইব্রেরিটির আকার তুলনামূলক ছোট।

৪) **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ** ভবিষ্যতে লাইব্রেরি রুমটির পরিসর বৃদ্ধি করে এটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পূর্বক কর্মকর্তাগণকে আধুনিক বিশশ্বের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি বই এন্ট্রি দিয়ে পাঠকের নিকট প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

ফাইল ব্যবস্থাপনা **(5S Technique)**

5S Team

ক্রমিক নং	সদস্য	নাম ও পদবী
১.	উপদেষ্টা	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ
২.	মনিটরিং কর্মকর্তা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ
৩.	বাস্তবায়নকারী	১। শুভাশিস ঘোষ, সহকারী কমিশনার, ভিপি শাখা
		২। মোঃ ইয়াসিন আলী, উচ্চমান সহকারী, ভিপি শাখা
		৩। মোঃ রাকিব হোসাইন, অফিস সহায়ক, ভিপি শাখা

ফাইল ব্যবস্থাপনা (5S Technique)

ফাইল ব্যবস্থাপনায় 5S Technique ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়. নওগাঁ এর ভিপি শাখার প্রায় ৫০০০ টি নথি ক্রমানুসারে ৪ টি সেলফ ও ৬ টি আলমারিতে সাজানো হয়েছে। শাখায় একটি ১০ দ্ধ ৪ মাপের পিভিসি বোর্ড এক নজরে ফাইল সমূহের অবস্থান এবং ৫ দ্ধ ৩ বোর্ডে ৫ঝ ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে, এতে যে কেউ খুব সহজে শাখার যেকোন নথি খুঁজে বের করতে পারবেন। এ ছাড়াও পদ্ধতিটি টেকসই করার নিমিত্ত ৫ঝ টিম, একটি রেজিস্টার ও প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ করা হয়েছে।

তাক-০১

তাক-০২

তাক-০৩

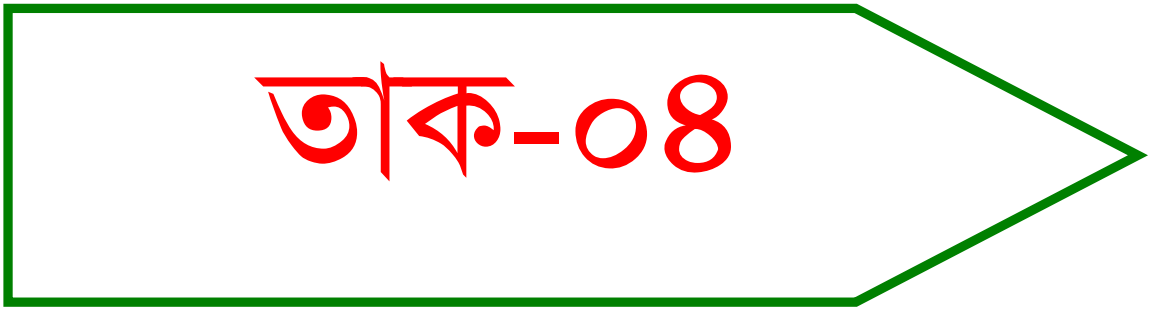
তাক-০৪

তাক-০৫

আলমারী- ১

আলমারী- ২

আলমারী- ৩

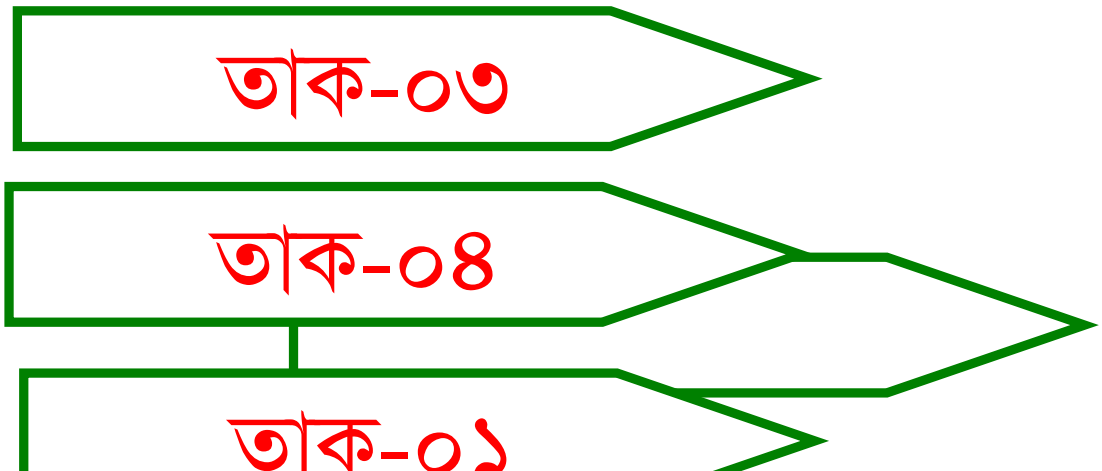

আলমারী-১

তাক-১	ভিপি কেসের বিভিন্ন সালের ভিপি কেসের জরাজীর্ণ ফাইল
তাক-২	ভিপি কেস নং-(০১/৮২ হতে ১২/৮২) ভিপি কেস নং-(০১/৮৪ হতে ০৪/৮৪) ভিপি কেস নং-(০১/৮৫ হতে ১৫/৮৫) ভিপি কেস নং-(০১/৮৬ হতে ১৮/৮৬) ভিপি কেস নং-(০১/৮০ হতে ৩৯/৮০) ভিপি কেস নং-(০১/৮৯ হতে ০২/৮৯) ভিপি কেস নং-(০১/৯৩ হতে ০১/৯৩) ভিপি কেস নং-(০১/৯৯ হতে ০১/৯৯)
তাক-৩	ভিপি কেস নং-(০১/৮১ হতে ২৫/৮১) ভিপি কেস নং-(০১/৮৩ হতে ৪১/৮৩) ভিপি কেস নং-(০১/৮৭ হতে ০৭/৮৭)
তাক-৪	ভিপি কেস নং-(০১/৭৯ হতে ৩৬/৭৯) ভিপি কেস নং-(০১/৭৮ হতে ৩৩/৭৮) ভিপি কেস নং-(০১/৭৭ হতে ৩৩/৭৭)

আলমারী-২

তাক-১	বিভিন্ন প্রকার মালামাল
তাক-২	বিভিন্ন প্রকার মালামাল
তাক-৩	বিভিন্ন প্রকার মালামাল
তাক-৪	ভিপি কেস নং-(০১/৭৪ হতে ২২/৭৪) ভিপি কেস নং-(০১/৭৫ হতে ০২/৭৫) ভিপি কেস নং-(০১/৭৬ হতে ২৮/৭৬)

আলমারী-৩

তাক-১	ভিপি কেস নং-(০১/৬৬ হতে ২৩/৬৬) ভিপি কেস নং-(০১/৬৭) ভিপি কেস নং-(০১/৭১ হতে ১৩/৭১) ভিপি কেস নং-(০১/৭২ হতে ১৫/৭২) ভিপি কেস নং-(০১/৭৩ হতে ১৭/৭৩)
তাক-২	ভিপি কেস নং-(০১/৬৮ হতে ৬০/৬৮)
তাক-৩	ভিপি কেস নং-(৬০/৬৮ হতে ১২০/৬৮)
তাক-৪	ভিপি কেস নং-(৬০/৬৮ হতে ১২০/৬৮ ভিপি কেস নং-(০১/৭০ হতে ১০/৭০)

সেলফ-১

তাক-১	উপজেলার ভিপি সম্পত্তি সংএ্রান্ত পুরাতুন নথি, মান্দা,পোরশা,বদলগাছী,রানীনগর,ধামইরহাট,নিয়ামতপুর,মহাদেবপুর,আএাই,পত্নীতলা
তাক-২	নওগাঁ উপজেলার ভিপি সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরাতুন নথি,ব্যবহৃত ডিসি আর বহি।
তাক-৩	জেলা কমিটিতে দাখিলকৃত অবমুক্তি আবেদন (০১/২০১২ হতে ১১৫/১২ এবং ০১/২০১৩ হতে ২৯৩/২০১৩ পর্য়ন্ত)
তাক-৪	জেলা কমিটিতে দাখিলকৃত অবমুক্তি আবেদন (২২২/২০১৩ হতে ৯২১/১৩ পর্য়ন্ত)
তাক-৫	জেলা কমিটিতে দাখিলকৃত অবমুক্তি আবেদন (৯২২/২০১৩ হতে ১৪৭৮/১৩ পর্য়ন্ত)
তাক-৬	জেলা কমিটিতে দাখিলকৃত অবমুক্তি আবেদন (১৪৭৯/২০১৩ হতে ১৬১৭/১৩ পর্য়ন্ত)

সেলফ-২

তাক-১	বিগত সময়ের জরাজীর্ণ ফাইল
তাক-২	বিগত সময়ের জরাজীর্ন ফাইল
তাক-৩	বিগত সময়ের জরাজীর্ন ফাইল

তাক-৪	অফিস নথি কালেকশন নং- (০১ হতে ১১)
তাক-৫	অফিস নথি কালেকশন নং- (১২ হতে ২৬)
তাক-৬	অফিস নথি কালেকশন নং- (২৭ হতে ৩৮)

সেলফ-৩

তাক-১	মহাদেবপুর উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)
তাক-২	পত্নীতলা উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)
তাক-৩	আএাই উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)
তাক-৪	ধামইরহাট উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)

সেলফ-৪

তাক-১	রানীনগর উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন পর্যন্ত)
তাক-২	মান্দা উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১২ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)
তাক-৩	রানীনগর উপজেলাধীন অর্পিত সম্পক্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুন্যালে বিচারাধীন মামলার নথিসমূহ ও জজ কোর্টে বিচারাধীন সিভিল মামলার নথিসমূহ (২০১৩ সন হতে ২০১৭ সন পর্যন্ত)

সেল্‌ফ
১

গৃহ পরিবেশেও শিক্ষার্থীকে স্বশিখনে সহায়তা প্রদান :

০২।	গৃহ পরিবেশে ও শিক্ষার্থীকে স্বশিখনে সহায়তা প্রদান	উদ্ভাবনী ধারণার চারটি উপাদান / অংশ রয়েছে , যথা : ১. গৃহ পরিবেশ(কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে অনুকূল গৃহ পরিবেশ সৃষ্টি) ২. শিক্ষার্থী(শিক্ষার্থীর পরিবার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ) ৩. স্বশিখন(শিক্ষার্থী নিজে নিজেই শিখবে) ৪. সহায়তা প্রদান(৫/৬ মিনিটের ভিডিও কনটেন্ট অভিভাবকদের মোবাইলে আপলোড) উপাদানগুলো ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ১. গৃহ পরিবেশ ঃ শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাতে অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য অভিভাবকদের অবহিতকরণ । কিভাবে সম্পাদন **হবে ?** ---- পঞ্চম শ্রেণির ক ও খ শাখার ৭৪ জন শিক্ষার্থীর উপর কাজ করা হয় । ক্যাচমেন্ট এলাকা অনুযায়ী কয়েকজন শিক্ষার্থীর বাড়ি ভিজিট করা হয় , অতঃপর সময় ও সুযোগের স্বল্পতার কারণে ৭৪ জনের মোবাইল নং ডাইরক্টেরী তৈরি এবং মোবাইলের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ কন্টিনিউ করা হয় । ২.শিক্ষার্থী ঃ শিক্ষার্থী ছবি সংগ্রহ ও তার পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ । কিভাবে সম্পাদন **করা হয়?** ---- স্মার্টফোনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের ছবি তুলে যেন তাদের সম্পর্কে ও একটি দুটি রেজিষ্টার খাতা তৈরি করে বিশেষ করে তাদের পরিবারের সদস্যরা স্মার্টফোন ব্যবহার করে কিনা ? পাশের বাড়ির কেউ করে কিনা ? এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। ৩. স্বশিখন ঃ শিক্ষার্থী যাতে নিজে নিজেই শিখে নিতে পারে এমন ভিডিও কনটেন্ট তৈরিকরণ । কিভাবে সম্পাদন **করা হয়?** ---- বিদ্যালয় ছুটির পর বাড়িতে রাতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভিডিও ক্লাসগুলো / ফাইল গুলো তৈরি করা হয়েছিল। ৪.সহায়তা প্রদান ঃ অভিভাবকদেরকে সুবিধামত সময়ে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে তাদের মোবাইলের মেমোরী কার্ডে ফাইল গুলো আপলোড করে দেয়া । কিভাবে সম্পাদন **করা হয়?** - অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে তাদেরকে সামগ্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তাদের স্মার্টফোন থেকে সিনেমার গান মুছে ফেলে ফাইলগুলো নেয়ার পরামর্শ এবং এর সাথে এটাও বলা হয় তারা স্মার্টফোনে যেন কোন ভিডিও গেম সফটওয়্যার না রাখে । বাড়িতে অবসর সময়ে তারা যেন তাদের স্মার্টফোন তাদের সন্তানদের ব্যবহার করার সুযোগ দেয় এবং ভিডিও ক্লাসগুলো দেখতে বলেন । তবে স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগে তারা যেন সিনেমার গান দেখে ও ভিডিও গেম খেলে সময় নষ্ট না করে ,সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয় । কারন প্রতিটি বিষয়ের ভালো ও মন্দ দুই দিকই থাকে , ব্যবহারের উপর ফলাফল নির্ভর করে। 🗁 প্রথম অবস্থায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করার জন্য ক শাখার ৩৩ জন শিক্ষার্থী ও খ শাখার ৪২ জন শিক্ষার্থীদের ✍ রোল নং ✍ নাম ✍ মাতার নাম ✍ মাতার মোবাইল নং	🗁 ইনোভেশন কার্যক্রমের আউটপুট (ফলাফল) ঃ ২০১৭ সালে পঞ্চম শ্রেণির গণিত বিষয়ের উপর ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছিল। সাধারনত গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে জিপিএ এ+ প্রাপ্তির হার কম থাকে । শিক্ষার্থীদের নিকটও এই দুটি বিষয় কঠিন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে । কিন্তু ফলাফলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা গণিতে ইংরেজির চেয়ে অনেক ভালো করেছে । ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বা প্রভাব কাজ করে । একমাত্র ইনোভেশন কার্যক্রমের জন্যই গণিতে এ সফলতা এসেছে তা দাবী যায় না কিন্তু একথা জোড় গলায় বলা যায় যে, গণিতে ভালো ফলাফলের পিছনে ইনোভেশন কার্যক্রমের জোড়ালো প্রভাব রয়েছে ।	মোঃ শাফিউল ইসলাম সুমন সহকারী শিক্ষক চকএনায়েত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নওগাঁ সদর নওগাঁ । ০১৭১৪৭৬৪৭৪৯ sumonbd70@gmail.com

		✍ পিতার নাম ✍পিতার মোবাইল নং ✍ বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কিত ৭ কলাম বিশিষ্ট মোবাইল নং ডাইরেক্টরী তৈরী করা হয়।		

উদ্ভাবনের নাম : জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এন্থ্রাক্স (তড়কা) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ।

বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: ডা: মোসা: শামীম নাহার, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নওগাঁ।

মোবাইলঃ ০১৭১৮৫৪১৫১৬, ইমেইল:nahar.shamim05@gmail.com

□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□। □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ গ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ । □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ । □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ হয় । □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ হয় । □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□।

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ হয় । □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ হয় ।

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□, □□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□। □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□/□□□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ হয় ।

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□। □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ ৫ ৬ % □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□।

কার্যক্রম :

উঠান বৈঠক: ৪০টি

মতবিনিময় সভা: ১০ টি

প্রশিক্ষণ: ৩৪ টি

মাইকিং: চলমান

লিফলেট, পোস্টার ও ফেস্টুন বিতরণ: ৫০০ টি

ব্যানার: সভা ও উঠান বৈঠক অনুযায়ী

এসএমএস: ৯০ ভাগ।

অর্জনের হার (শতকরা): ৫৬ ভাগ।

স্বীমাবদ্ধতা: যানবাহন।

চ্যালেন্জ: জনগনকে সচেতন করা।

প্রত্যাশা: জনগনকে সচেতন করার মাধ্যমে তরকা মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

□□□□ □□□□

তারিখ:
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
নওগাঁ শাখা,নওগাঁ।

□□□□□□□□ □□□

সেবা
আয়োজনেঃ জেলা প্রাণিসম্পদ

□□□□□□□□□

মোঃ নাজমুল হুদা জুয়েল
চেয়ারম্যান

□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

এ টু আই প্রোগ্রামের সহায়তায়
জনগণের
দোরগোড়ায়
সেবা
(টিকা/চিকিৎসা/পরামর্শ প্রদান)
আয়োজনেঃ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নওগাঁ।

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□

উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

মহাদেবপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ইনোভেশনের নাম	বিবরণ	স্বচিত্র
সেবাকুঞ্জ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলট হিসেবে "সেবাকুঞ্জের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে সরকারী-বেসরকারী তথ্য প্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি" করার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।	সরকারি সেবা পেতে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানি হতে হচ্ছে না। সেবা প্রত্যাশীরা চাওয়া মাত্র সেবা পাচ্ছে। একই জায়গায় সরকারি/বেসরকারি সকল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সেবা প্রত্যাশীরা সরাসরি ইউএনওকে মতামত/পরামর্শ জানাতে পারছে। তথ্য সেবা পেতে সেবাকুঞ্জে রাখা হয়েছে আবেদন ফরম **'সহায়িকা'**। **সেবাবোর্ডে** বিভিন্ন দপ্তরের সেবার লিফলেট এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা জানতে পারছে তার কাঙ্খিত সেবা কোন আইনবলে এবং কত সময় লাগবে। **কর্মসূচি বোর্ড** থেকে জনগণ জানতে পারেন কত তারিখে কোন দপ্তরে কি কার্যক্রম চলছে। বিশ্রামাগার অরুনিমাতে সেবা প্রত্যাশীরা আরামদায়কভাবে বসতে পারছে।	
মহাদেবপুর. নওগাঁ মোবাইল এ্যাপস এ্যাপসটি গুগল প্লেস্টোর থেকে মহাদেবপুর.নওগাঁ লিখে সার্চ দিয়ে ডাউনলোড করে একবার ইন্সট্রল করলে পরবর্তীতে অফলাইনে তথ্য সেবা পাওয়া যায়।	সেবা প্রত্যাশীদের সেবা পেতে আর সরকারি অফিসে আসতে হয় না। যার ফলে সময় অনেক কম ব্যয় হয়। এ্যাপসের মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্য উপজেলার ইতিহাস, ভৌগলিক পরিচিতি, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, ভাষা ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও বিনোদন এর পাশাপাশি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের তথ্য পাওয়া যায়। যোগাযোগের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্বাস্থ্য সেবা, প্রেস ক্লাব ব্যাংক, আবাসন-হোটেলের তথ্যও পাওয়া যায়। এ্যাপসের মাধ্যমে অভিযোগ, পরামর্শ/ মতামতের জন্য আবেদন করলে তা সরাসরি ইউএনও এর ফেইসবুক পেজে চলে যায় এবং ফেইসবুকের মাধ্যমে তা সমাধান করা হচ্ছে।	
মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স না থাকার ফলে শিশু ও গর্ভবতী মার স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পরিবহন ব্যবস্থা সহজলভ্য না থাকায় শিশু ও গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।	মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স তৈরীর ফলে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরী পরিবহনের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি কমেছে। এতে প্রতিটি ইউনিয়নের একজন উদ্যোক্তার কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	

ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী "দীপশিখা" ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতার আগ্রহ তৈরীর কোন ভূমিকা ছিল না। প্রয়োজনের সময় হাতের নাগালে পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যেতে না।	ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সৃজনশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনের সময় সহজেই হাতের নাগালে তারা লেখাপড়ার উপাদানগুলি পেয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে লেখাপাড়ার নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।	

নিয়ামতপুর উপজেলার ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্যঃ

নওগাঁ জেলা নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটক সংলগ্ন স্থানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উদ্যোগ ও তত্বাবধানে চালু করা হয়েছে ১২(বার) হাজার বাংলা বই সমৃদ্ধ নুতন ভাবনার, নুতন ভবনের লাইব্রেরি উপজেলা ডিজিটাল লাইব্রেরিগত ২০ জুন ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক, নওগাঁ মহোদয়সহ চেয়ারম্যান, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী। উপজেলা ডিজিটাল লাইব্রেরীটি উদ্বোধনের পর এটি ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯-০০টা থেকে বিকাল ৫-০০টা পর্যমন্ত লাইব্রেরীটি খোলা থাকে।

নামে লাইব্রেরি হলেও এটিতে কাগুজে বই নাই, তাই নাই কোন বইয়ের তাক। ফলে নাই কাগুজে বই ক্রয়ের জন্য ব্যয়, কিম্বা বইগুলো জীর্ণ হয়ে নষ্ট হওয়ার ভয়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং শিশুতোষ ও কিশোরসাহিত্য ইত্যাদি প্রকারের প্রায় ১২ হাজার বাংলা (বাংলাদেশ ও ভারতে প্রকাশিত) বইয়ের পিডিএফ কপি বা সফট কপি। আর আছে বইগুলো পড়ার জন্য ৪টি ই-বুক রিডার ও ৩টি কম্পিউটার। ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে পাঠকেরা ১২ হাজার বাংলা বইয়ের মধ্য পছন্দসই বইটি পড়তে পারছেন। ডিভাইসের সার্স অপশন ব্যবহার করে পাঠক সহজেই তার কাংক্ষিত বইটি খুঁজে পান।

বইয়ের কপিরাইটের বিষয়টি মাথায় রেখে এখানে পাঠক বইগুলো কেবল পড়তে পারবেন। কোন বইয়ের সফট কপি সংগ্রহ করতে পারবেন না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বলেন এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা অন্যান্য স্থানেও বাসত্মবায়ন করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেন উদ্যোগটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের যে উদ্যোগ, তার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপুর্ণ।

গত দুই বছর বিভিন্ন ভাবে বইয়ের সফট কপিগুলো সংগৃহীত হয়েছে যে স্বপ্নকে সামনে রেখে, পাঠকদের উৎসাহ ও সক্রিয় পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে তা বাসত্মবে পরিণত হবে, সে আশা করি। খুব শিঘ্রী ই-বুক রিডারের সংখ্যা বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যে কিছু বেসরকারি সংস্থাও লাইব্রেরিটির উন্নয়নকল্পে সহায়তার আগ্রহ দেখিয়েছেন। উলেস্নখ্য, ই-বুক গুলো বই পড়ার জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত বলে কাগজের বইয়ের মতই চোখের ক্ষতি না করেই ব্যবহার করা যায়। সরকারি-বেসরকারি সহায়তায় শীঘ্রই অধিকতর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অফলাইন উপজেলা ডিজিটাল লাইব্রেরি।

নওগাঁ সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্র: নং	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	স্বল্প সময়ে অল্প খরচে সেবা প্রদান।
১.	কুকুর কামড়ানো ও সাপেকাটা রোগীদের জন্য ওঝা এবং কবিরাজদের কাছে গিয়ে কুসংস্কার পথে সারানোর চেষ্টা করে অনাকাঙ্খিত দীর্ঘ সময় নষ্ট করত সাধারণ মানুষ। এতে করে অধিকাংশ রোগী ভীষণ কষ্ট করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।	উত্তম চর্চা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে নওগাঁ সদর উপজেলা-ধীন তিলকপুর, শিকারপুর, বলিহার, বর্ষাইল ও কীর্ত্তিপুর ইউনিয়ন পরিষদে ভ্যাক্সিন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। এ ভ্যাক্সিন ব্যাংকগুলোতে কুকুর কামড়ানোর ও সাপেকাটা রোগীদের জন্য ভ্যক্সিন জাতীয় ঔষুধ সংরক্ষণ করা হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শক্রমে রোগীদেরকে সেগুলো দেওয়া হয়ে থাকে।	এ ধরণের রোগীদেরকে এখন ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর পথ থেকে সহজেই সরে নেয়া সম্ভব হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিকটবর্তী হওয়ায় সহজেই ডাক্তারের পরামর্শ মতে সঠিক সেবা পাওয়ায় ভয়াবহ জলাতঙ্ক রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। এখন কুসংস্কার ও ভুল চিকিৎসা করে জীবন বিপন্ন হচ্ছে না। সহজেই ও অল্প সময়ে ভ্যাক্সিন পাওয়ায় সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছে এবং আধুনিক চিকিৎসায় অগ্রসর হচ্ছে।
২.	অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহে আধুনিক কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেত না। এ কারণে কর্মজীবনে তারা পিছিয়ে পড়ত।	বর্তমানে উত্তম চর্চা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র উপজেলা-ধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রজেক্টরের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার আগ্রহ বেড়েছে এবং ছাত্রজীবনেই তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে। এতে করে ভবিষ্যতে কর্মবিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না এবং তারা বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত থাকার অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে।

উদ্যোগটির শিরোনামঃ প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ করা ।

বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: মাহমুদ আকতার,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,নওগাঁ সদর,নওগাঁ ।

মোবাইলঃ ০১৫৫২৪৯৩৭৫৯, ইমেইল:dyd.uydonaogaonsadar@gmail.com

১। সমস্যার বিবরণঃএলাকা ভিত্তিক বেকার জনগোষ্ঠির তালিকা না থাকা সেবা গ্রহনের পদ্ধতি/সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য না জানা ,অধিদপ্তর ভিত্তিক বরাদ্দ নাথাকা ,প্রশিক্ষণের সময় জানতে না পারা,চাহিত প্রশিক্ষণ না পাওয়া/প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্পগ্রহণ বা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারা । অধিদপ্তর ভিত্তিক কার্যতালিকা অনুয়ায়ী উপকারভোগী চিহ্নিত না করা এবং কিভাবে সুবিধা লাভ করবে সেই তথ্য না জানা ।

২। চিহ্নিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সেবাগ্রহিতা বা জনগণের ভোগান্তি
প্রশিক্ষণের তথ্য সংগ্রহ	দূরদূরান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আসা এবং সবোগ্রহিতাকে প্রচারের মাধ্যমে তথ্য না জানানো	সেবাগ্রহীতাসময়মত প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য জানতে না পারার কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে না পাড়া,ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না ।
ছবি,নাগরিকত্ব,ও ৮ম পাশের সনদপত্র	ছবি তোলার ব্যয়,নাগরিকত্ব নিতে সময়ওঅর্থের ব্যয়,৮ম শ্রেণির সনদ পেত জটিলতা	
প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ না জানা	যোগাযোগ ওপ্রচার মাধ্যম না থাকা	
প্রশিক্ষণের যাতাযাতভাতা ও প্যাকর্ট্রিক্যাল সুবিধা না থাকা	দিন ৩/৪ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।যাতায়াতভাতা/আপ্যায়ন সুবিধা নাই। উপকরণ সরবরাহে বরাদ্দ কম।	
সমস্যা ওতার কারণে সম্পর্কে বিবৃতিঃআগ্রহী সেবাগ্রহিতাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা কম থাকা,ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি না দেখা/পড়া, সঠিকভাবে বিজ্ঞপ্তি না দেখার কারণে সেবা গ্রহিতা কাংক্ষিত সেবা পান না।		

৩। সমস্যার ভূক্তভোগীকারাঃ? ঃ ১৮-৩৫ বছরের শিক্ষিত ওঅর্ধশিক্ষিত বেকার যুবরা।

৪। ইনোভেশনঃ অধিদপ্তর ভিত্তিক উপকারভোগী চিহ্নিত করার জন্য জরিপ করা এবং ট্রেডভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা ,এবং সহজভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

৫। প্রস্তাবিত প্রকল্পএলাকাঃ নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নের চকবালুভরা গ্রাম ।

৬। প্রস্তাবিত সমাধান পদ্ধতিঃ

* এলাকা জরিপের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করা ।
* সেবা গ্রহীতাদের চাহিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।
* প্রচারের মাধ্যমে ট্রেডওয়ারী আবেদনপত্র সংগ্রহ করা ।

---

* অনলাইন/সংগঠনের মাধ্যমে/সরাসরি আবদেনপত্র জমা প্রদান
* ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা প্রদান ।
* প্রশিক্ষণ শুরুর সময় এস,এম,এস/মোবাইলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করা
* দপ্তরের সেবা গ্রহণের নির্দেশিকা বোর্ড থেকে সহায়তা নেওয়া যাবে।
* প্রশিক্ষণলব্ধজ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজ উদ্যেগে প্রকল্প গ্রহণ করা
* অর্থপ্রাপ্তিতে (ঋণ) নিজ দপ্তর/অন্যান্য দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া ।
* প্রশিক্ষণ পরবর্তী সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহযোগিতা করা।
* প্রশিক্ষণ পরবর্তী সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহযোগিতা করা
* উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণের সহযোগিতা করা ।

৬। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)ঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২৫দিন	১,৭০০/-টাকা	০৪ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পর	২২দিন	৫৪০/-টাকা	০১দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নেরফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	০৩দিন	১,১৬০/-	০৩দিন

অন্যান্য সুবিধাঃ ডাটাবেজথাকলে প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য তথ্য বা সেবাপ্রদান সহজ হবে ।

২০১৬-২০১৭ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকিল্পনা ঃ

প্রকল্পবাস্তবায়ন এলাকায় জরিপ করি। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৯২ জন জন যুব(১৮ থেকে৩৫ বছর)তার মধ্যে ২১জন চাকুরীজীবি

প্রশিক্ষণ প্রদানঃ (সেবা প্রদানের সংখ্যা)

০১) গাভীপালনঃ ৪০ জন

০২) পোষাক তৈরীঃ ৮৭ জন

০৩) পোষাক ওসূচকর্মঃ ৪০জন

০৪) ব্লক ও বাটিকঃ ৮০ জন

নওগাঁ সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ১৫ব্যাচে বিভিন্ন ট্রেডে(চাহিত ট্রেড) প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের /গ্রহণের সংখ্যাঃ

ক্রমিকনং	মাসের নাম	চলতি মাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	চলতি বছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিতপ্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	পূর্ববর্তী বছরের (১৫-১৬)	--	--	৫৯০জন
০২	জুন/১৭পর্যন্ত	--	৫৯৫জন	১১৮৫ জন